(Hons.) Semester-V DSE-I

## বাঙলা নামের উৎপত্তি

প্রাচীন ~~যু~~ যুগে সমগ্র বাঙলাদেশের কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন-ভিন্ন নামে নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, পশ্চিম বঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এছাড়াও ~~অ~~ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামেও সুপরিচিত ছিল। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের সময় থেকেই এই সমস্ত দেশ একত্রে বাঙলা অথবা বাঙ্গালহ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই বাঙলা থেকেই ইউরোপীয়দের Bengala (বেঙ্গলা) ও Bengal (বেঙ্গল) নামের উৎপত্তি।

মুঘল যুগে বাঙলা চট্টগ্রাম থেকে গঢ়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আবুল ফজল লিখেছেন যে, "এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীন কালে ইহার রাজারা ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 'আল' নির্মাণ করিতেন। কালে ইহা হইতেই বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি।" অর্থাৎ বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ (সংস্কৃতে আলি, পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হয়ে বাঙ্গালা বা বাঙ্গাল শব্দের সৃষ্টি হয়েছে ~~এরূপ মনে করা~~ এটাই আবুল ফজলের ব্যাখ্যা। আল্ শুধুমাত্র কিন্তু শস্য ক্ষেত্রের আলি ~~কু~~ আল্ নয়, আল্ ছোটবড়ো বাঁধ কেও নির্দেশ করে। প্রাচীন ~~বঙ্গ~~ বাঙ্গালা তে এই ধরনের আল্ এর আধিক্য আবুল ফজলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। বিভিন্ন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নকশায় এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণীতে এই দেশের নাম পাওয়া যাচ্ছে Bengala বলে। মধ্যযুগের বাঙলা - বাঙ্গালা - Bengala একই নাম। যাই হোক বাঙ্গালা - Bengala - Bangala - বাঙলা নাম বর্তমান বঙ্গদেশের মোটামুটি প্রায় সমগ্র অংশকেই। তবে কোথাও কোথাও প্রাচীন বাঙলা বর্তমান সীমাকেও অতিক্রম করে গেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগীয় বিভিন্ন উপাদানে। কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় বঙ্গ বঙ্গাল বলতে যে অংশকে বোঝাত তা বর্তমান বঙ্গ বা বাঙলাদেশের সমার্থক নয়, তার কেবল একটি অংশ মাত্র। প্রাচীন বাঙলাদেশ যে সব জনপদে বিভক্ত ছিল বঙ্গ ও বঙ্গাল তার দুটি বিভাগ মাত্র। এই দুইটি বিভাগের নাম থেকেই বর্তমান এবং মধ্যযুগীয় সমগ্র বাঙলাদেশ নামটির উৎপত্তি। ~~কারণই প্রাচীন বাঙলার জনপদ-বিভাগের কথা বলতে গিয়ে সর্বপ্রথম এই দুটি বিভাগের কথা বলতেই হয়~~।

# প্রাচীন বাঙলার জনপদ

প্রাচীন উপাদান গুলিতে জনপদ গুলির নাম আমরা যে ভাবে পাই, তা ঠিক জনপদ বা স্থানের নাম নয় - কৌমের নাম। যেমন বলা যায় বঙ্গ জনাঃ গৌড় জনাঃ, পুন্ড্র জনাঃ, রাঢ় জনাঃ প্রভৃতি। এই জনাঃ বা কৌম যে সব অঞ্চলে বাস করত পারে তাদের সেই কৌম বা জনাঃ এর নাম অনুসারে অঞ্চল গুলির নাম হয় যথা - বঙ্গ, গৌড়, পুন্ড্র ইত্যাদি। আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, জনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক একটি জনপদে এক এক সময়ে এক একটি রাষ্ট্র বা রাজবংশ আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাই অনেক সময়ই তাদের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য সংকোচ বা বিস্তারের সাথে সাথে জনপদের সীমান্ত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। যেমন বলা যায় সপ্তম শতকে পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য পৌন্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই জনপদের অন্তর্গত ছিল বগুড়া-দিনাজপুর-রাজশাহী-রংপুর জেলা। এই জনপদই আবার পাল ও সেন রাজাদের আমলে পুন্ড্র-পৌন্ড্রবর্ধন ভুক্তি বা পৌন্ড্র ভুক্তি হিসাবে পরিচিত এবং এই ভুক্তিটি এক সময় - হিমালয় শিখর থেকে শুরু হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, আসল কথা হল প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্রসীমা সমস্ত ক্ষেত্রে ও সর্বদা এক হয় না, প্রাচীন বাঙলার ক্ষেত্রেও তা হয় নি, তাই প্রাচীন বাঙলার জনপদ এর বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রথমে প্রাকৃতিক সীমা নির্ধারনের চেষ্টা করতে হবে এবং তার পরেই জনপদের রাষ্ট্র সীমার বিস্তার ও সংকোচ এবং তার বিভিন্ন রাষ্ট্রগত ও সংস্কৃতিগত বিভাগ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

## ২. বঙ্গ

ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে বোধহয় সর্বপ্রথম বঙ্গদেশ এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের ঋষিরা বঙ্গকে মগধের প্রতিবেশী জনপদ বলেই জানতেন। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বঙ্গ জনপদটিকে কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাস তার রঘুবংশ কাব্যে বঙ্গের অধিবাসীগনকে সুহ্ম এর অধিবাসীদের তুলনায় বীর ও সাহসী বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে বঙ্গ, পুন্ড্র, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত পৃথক রাজ্য বলে উল্লেখিত হয়েছে। বল্লাল সেনের সময় বর্তমান বঙ্গদেশ -, রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে বাগড়ী সম্ভবত বর্তমান কালের মেদিনীপুর জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী জনপদ। রাঢ় (পশ্চিম-বঙ্গ) ও বরেন্দ্র (উত্তর-বঙ্গ) এখনও আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। আর বঙ্গ সম্ভবত বর্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, যশোহর পাবনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং রাজশাহী জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল।

প্রাচীন বঙ্গ জনপদ বর্তমান কালের দক্ষিণ-বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গ নিয়েই গঠিত ছিল। সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র এর সীমারেখা ছিল। কিন্তু কখনো কখনো বঙ্গ দেশের সীমা পশ্চিমে কপিশা নদী ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাল-সেন আমলের শিলালিপি বা তাম্রশাসনে বিক্রমপুর ও নাব্য - প্রাচীন বঙ্গের এই দুইটি ভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিক্রমপুর এখনো আমাদের সুপরিচিত। আর নাব্য সম্ভবত বরিশাল ও ফরিদপুরের জলবহুল নিম্নভূমি ছিল।

## ২. উপবঙ্গ, প্রবঙ্গ, অনুত্তর বঙ্গ

বৃহৎসংহিতায় উপবঙ্গ নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুমানিক ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' নামক গ্রন্থে উপবঙ্গ বলতে যশোর ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রবঙ্গ নামেও আরও একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবঙ্গ পরবর্তীকালের অনুত্তর বঙ্গ বা দক্ষিণ বঙ্গের মতো বঙ্গেরই একটি অংশ ছিল হয়তো। কিন্তু এর অবস্থিতি বিষয়ে কোন ইঙ্গিত আমাদের কাছে নেই।

## ৩. হরিকেল, হরিকেলি, হরিকোলা

হেমচন্দ্র তার 'অভিধান চিন্তামণি' গ্রন্থে বঙ্গ ও হরিকেলি জনপদ এক এবং সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল তিনটি স্বতন্ত্র ও প্রতিবেশী জনপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার 'রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য' এবং 'রূপচিন্তামণিকোষ' নামক দুটি পুঁথি পান্ডুলিপিতে শ্রীহট্ট এবং হরিকোলা নামক জনপদ দুটিকে এক এবং সমার্থক বলা হয়েছে। বেশ কিছু প্রাচীন সাক্ষ্যপ্রমাণ যেমন শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপি, কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপি ইত্যাদি থেকে মনে হয় হরিকেল সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে দশম-একাদশ শতক-পর্যন্ত বঙ্গ এবং সমতটের সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর থেকেই হরিকেল মোটামুটি বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে গণনা করা হয়।

## ৪. চন্দ্রদ্বীপ

শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ রয়েছে। বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতেও চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে চন্দ্রদ্বীপ খুবই

সুপ্রসিদ্ধ স্থান। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাকলা পরগনায় বাকলা সরকার ও চন্দ্রদ্বীপ একই স্থান বলে বহুদিন স্বীকৃত। আর এই বাকলা সরকার বর্তমান বাখরগঞ্জ জেলায় অন্তর্ভুক্ত। এই চন্দ্রদ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চল ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

## ৫. সমতট

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে এবং বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় সমতট নামে একটি জনপদের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে য়ুয়ান-চোয়াং এর বিবরণ থেকে মনে করা হয় সমতট ছিল কামরূপ এর দক্ষিণে অবস্থিত। এছাড়াও মনে করা হয় যে, মধ্য বাঙলার কিছু অংশ অন্তত: সমতটের অংশ ছিল। অর্থাৎ বর্তমান ত্রিপুরাও যে সমতটের অংশ ছিল (সপ্তম - দ্বাদশ শতক পর্যন্ত) তা প্রমাণিত। দশম শতকে প্রথম মহীপালের রাজত্ব কালে নির্মিত বাঘাউরাগ্রামে প্রাপ্ত মূর্তিলিপি, ১২৩৪ খ্রি: দামোদরদেবের প্রকাশিত মেহার পট্টোলী ইত্যাদী প্রমাণের ভিত্তিতে মনে হয় ত্রিপুরা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্দ্র।

বঙ্গদেশ
প্রাচীন যুগ
প্রাচীন নাম যথা ... কোটীবর্ষ
আধুনিক " " ... বাণগড়
মাইল
০ ৩২ ৬৪ ৯৬
প্রাগ্‌জ্যোতিষ
গৌহাটি
খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়
তীরভুক্তি
পাটলিপুত্র
গঙ্গা
বিক্রমশীল
নালন্দা
রাজগৃহ
গয়া
সাঁওতাল পরগনা
কোটীবর্ষ (বাণগড়)
সোমপুর (পাহাড়পুর)
পুণ্ড্রবর্ধন (মহাস্থান)
দেওপাড়া
মুর্শিদাবাদ
কর্ণসুবর্ণ (রাঙামাটি)
বর্দ্ধমান
নবদ্বীপ
ত্রিবেণী
সপ্তগ্রাম
তাম্রলিপ্তি (তমলুক)
দণ্ডভুক্তি
বিক্রমপুর
সাভার
ঢাকা
ময়নামতী
কোটালিপাড়া
চট্টগ্রাম
নিধানপুর